দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

12

পটুয়াখালী কৃষি কলেজের সমস্যা অনেক ।। সমাধানের ব্যবস্থা নেই

।। দীপক মুখার্জী ।।

পটুয়াখালী, ১৪ই জুলাই ।-- পটুয়াখালী কৃষি কলেজে বর্তমানে বিস্তর সমস্যা আর অব্যবস্থার কারণে প্রশাসনিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে সংকট । এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের নেই কোন সুযোগ সুবিধে ।

কলেজের প্রধান সমস্যাটি হলো এর চতুর্মুখী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । '৭৯ সালে বেসরকারীভাবে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় । এবং জাতীয়করণ করা হয় '৮৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী । জাতীয়করণ করার পর কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অযাচিত হস্তক্ষেপে কলেজটি অস্তিত্ব হারাতে বসেছে । কলেজের একাডেমিক সেকশন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসনিক খবরদারির দায়িত্বে রয়েছে জয়দেবপুর কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, অর্থনৈতিক দিক নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন । এ কারণে দেখা দেয় সংকট । ফলে কলেজটির উন্নয়ন ও অগ্রগতি পিছিয়ে আছে ।

সরকারীকরণের চার বছর পরও কলেজটির 'প্রোজেক্ট প্ল্যান' অনুমোদিত হয়নি । পরিকল্পনা কমিশনে 'প্রোজেক্ট প্ল্যান' রয়েছে ফাইল বন্দী হয়ে । ফলে এর উন্নয়নমূলক কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে । অথচ গত চার বছরে শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রদের সংখ্যা বেড়েছে । কিন্তু রয়েছে শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা ও গবেষণা মাঠের সংকট । ছাত্রাবাস সংক্রান্ত জটিলতা আর কোনরূপ গ্রন্থাগার ভবন ছাড়াই কলেজটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে । এরপরও রয়েছে শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা এবং বিভাগভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা ।

কলেজের পুরাতন ও নতুন বিভিন্ন পর্বে ছাত্রসংখ্যা রয়েছে ৩শ' ৩২ । কিন্তু শ্রেণীকক্ষ রয়েছে দু'টি । গবেষণাগার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা কোন ভবন নেই । কলেজের একটি অপরিসর কক্ষে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় গবেষণাগারের কাজ চালাতে হয় । গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই । যা আছে তা রাখার জায়গাও নেই ।

মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারিক ক্লাসের গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও এখানে তেমন উপযোগী কোন গবেষণা মাঠ নেই । গ্রন্থাগার ভবন নেই । কলেজের একটি ছোট্ট কক্ষে অস্থায়ীভাবে গ্রন্থাগারের কাজ চালানো হচ্ছে ।

ছাত্রদের অবসর যাপনের জন্য কলেজের কোন স্থায়ী কমনরুম নেই । নেই খেলাধুলার সরঞ্জামাদি ।

ডাইনিং হল রয়েছে নামে মাত্র । খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের । ফলে বেশীর ভাগ ছাত্র বাইরের হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দুবেলা ।